জাবিতে শিক্ষার্থীদের তোপের মুখে পদত্যাগ করলেন জিয়া হলের প্রভোস্ট

জাবি প্রতিনিধি : মঙ্গলবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) বেগম খালেদা জিয়া হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. শারমীন সুলতানা পদত্যাগ করেছেন।

গত রবিবার (১ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বেগম খালেদা জিয়া হল প্রাধ্যক্ষের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির ঘোষণা দেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আমার প্রিয় শিক্ষার্থীদের আমার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই যে, গত ১৫ই জুলাই জরুরি প্রভোস্ট কমিটির সভায় অংশগ্রহন করার জন্য তৎকালীন উপাচার্য মহোদয়ের বাসভবনে রাত আনুমানিক ৭.৩০ ঘটিকায় আমি উপস্থিত হই। উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে আমি জানতে পারি যে, আমার হলের কর্তব্যরত ওয়ার্ডেন মারাত্বকভাবে আহত হয়ে মেডিক্যাল সেন্টারে আছেন, তৎক্ষণাত আমি মেডিক্যাল সেন্টারে গিয়ে ওয়ার্ডেনসহ আহত শিক্ষার্থীদের খোঁজ খবর নিয়ে-তাদের সুচিকিৎসার বিষয়ে সুপারিশ করি এবং জরুরি সভায় অংশগ্রহন করার জন্য পুনরায় উপাচার্যের বাসভবনে যাই।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়,আমাদের জরুরি সভা চলাকালীন সময়ে আমি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তৎকালীন উপাচার্যের বাসভবনের নিচতলার গেস্ট রুমে গিয়ে অবরুদ্ধ হই, তখনই বাসভবনের বাইরে অতর্কিত হামলার কারনে গেস্টরুমের একটি বুক শেল্ফের পিছনে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে ভাঙ্গা কাঁচ ও ঢিল থেকে রক্ষা করি। সেই সময় আমি কোন অবস্থাতেই অন্যকে সাহায্য করার মত পর্যায়ে ছিলাম না।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভোর ৪ টার সময় তৎকালীন উপাচার্যের বাসভবন থেকে আমি বের হয়ে নিজ বাসভবনে যাই এবং ১৬ই জুলাই অপরাহ্নে আমি হলে এসে হল সুপারদের সাথে কথা বলে শিক্ষার্থীদের খোঁজ খবরসহ হলের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হই। ১৭ই জুলাই সকাল ১০ টার সময় হলের অন্যান্য কর্তব্যরত শিক্ষকবৃন্দসহ আমি হল অফিসে আসি- হলের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষিতে ‘বেগম খালেদা জিয়া হলের কোন শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়নি’- তথ্যটি জেনে স্বস্তি বোধ করি। ঐ সময় প্রশাসনিক ভবনে অবস্থানরত আমার এক সহকর্মী (অন্য হলের প্রভোস্ট) আমাকে ফোন করে আমার হলের অন্যান্য কর্তব্যরত শিক্ষকদের নিয়ে প্রশাসনিক ভবনে দ্রুত যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলে, আমরা সকাল ১১.০০ টা নাগাদ সেখানে পৌছাই। হল বন্ধের সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত শোনার পর আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক ক্ষোভের কারনে আমরা ১০-১২ জন শিক্ষক প্রশাসনিক ভবনের নিচতলার পিছনের বারান্দায় আটকা পরি, যেখানে আমার হলের একজন কর্তব্যরত শিক্ষক আহত হন এবং অন্য একজন শিক্ষক মারাত্বকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত কারনে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই ভয়াবহ অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও আমি আমার হলের দুই হলসুপারের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে হলের শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার চেষ্টা করি। আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই যে, গত ১৫-১৭ই জুলাই-এর সংকটময় পরিস্থিতিতে আমি আমার দায়িত্ব পালনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পরবর্তীতে ১০ই আগস্ট, ২০২৪ ইং তারিখের প্রভোস্ট কমিটির জরুরি অনলাইন সভায় সকল প্রভোস্ট একযোগে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেও আমি আমার হলের প্রিয় শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ঐ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসি। প্রশাসনহীন ক্যাম্পাসে আমি আমার হলের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকহীন পরিস্থিতিতে ফেলতে চাইনি। মূলত গবেষণা ও একাডেমিক কার্যক্রমে অধিক মনোযোগী একজন শিক্ষক হিসেবে হল প্রভোস্ট-এর মত প্রশাসনিক দায়িত্বে আমি কখনই আগ্রহী ছিলাম না।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তারপরও বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীদের জন্য গঠণমূলক কাজ করার প্রয়াস নিয়ে আমি প্রভোস্ট হিসেবে আমার দায়িত্ব নিষ্ঠা ও সততার সাথে পালন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। পরিশেষে, যে শিক্ষার্থীদের জন্য আমি প্রভোস্ট হিসাবে বেগম খালেদা জিয়া হলে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছিলাম, আমার সেই প্রিয় শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র বিগত প্রশাসনের সময়ে আমি নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছিলাম বিধায় আমাকে প্রভোস্ট হিসাবে চাচ্ছে না। এমতাবস্থায়, আমি স্বেচ্ছায় বেগম খালেদা জিয়া হলের প্রভোস্ট পদ থেকে অব্যাহতি নিলাম।

তিনি গত ১৪.০৩.২০২৩ ইং তারিখের রেজি/টিচিং-৭৩৪৪ (১২০) নং স্মারক পত্রের মাধ্যমে মাননীয় উপাচার্যের আদেশক্রমে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বেগম খালেদা জিয়া হলের প্রভোস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।